# পরিপক্ক বিশ্বাসের কাজ

## আদিপুস্তক ২২.১৫-২৪ পদ

আমরা জানি যে অব্রাহাম ঈশ্বরের বাক্য তথা প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল, এবং এই বিশ্বাসের কারণেই ঈশ্বর অব্রাহামকে ধার্মিকগণিত করেছিলেন (১৫.৬)। অব্রাহামের এই ঈশ্বর-বিশ্বাস কেবল মুখের কথা ছিল না; এ ছিল প্রকৃত বিশ্বাস, যার জন্য অব্রাহাম নিজের জীবনে ও হৃদয়ে ঈশ্বরকে প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়েছিল। ঈশ্বর অব্রাহামের জীবনে চালকের আসন গ্রহণ করেছিলেন, তাই ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি আমরা অব্রাহামের চড়ম বাধ্যতা দেখতে পেয়েছি। অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে নিজের একমাত্র ছেলেকেও হোমার্থে বলিদান করতে পিছ্পা হয়নি। ঈশ্বরও অব্রাহামের এই চড়ম বাধ্যতার প্রশংসা করে বলেছেন, *"এখন আমি বুঝলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে নিজের অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও"* (২২.১২ পদ)। সেদিন, ঈশ্বরও অব্রাহামের এই বিশ্বাসকে আশীর্বাদ করেছিলেন) ইস্হাকের পরিবর্তে সেদিন যিহোবা-যিরি ঈশ্বর একটি মেষকে যুগিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কেবল ইস্হাকের পরিবর্তে মেষ যোগান নি, তিনি তাঁর মনোনীত সমস্ত সন্তানের পরিবর্তে তাঁর নিজের এক ও অদ্বিতীয় পুত্র, যীশু খ্রীস্টকে দিয়েছেন।

সেদিন ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও আশীর্বাদ করেছিলেন। ১৫ পদানুসারে, *"সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ থেকে অব্রাহামকে ডেকে বললেন, সদাপ্রভু বলছেন, . . . আমি আমারই দিব্য করে বলছি, আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করব, . . ."* (১৫-১৮ পদ)। অর্থাৎ, অব্রাহামের চড়ম বাধ্যতা দেখে, ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে এর আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা পূর্ণ করার বিষয় অব্রাহামের কাছে দিব্য করলেন। এখানে, ঈশ্বর নিজের নামে নিজে দিব্য বা শপথ করেছেন। আমরা জানি, আমরা যখন দিব্য করি, তখন আমাদের থেকে বেশি শক্তি, ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অধিকারী কোনও ব্যক্তি বা বিষয়ের নামে আমরা দিব্য বা শপথ করে থাকি। তাহলে, ঈশ্বর কার নামে দিব্য বা শপথ করতে পারেন? কারণ, ঈশ্বরের থেকে মহান কোনও ব্যক্তি বা বিষয় নেই। তাই, ঈশ্বর এখানে অব্রাহামের কাছে শপথ করতে গিয়ে, নিজের নামে শপথ করেছেন। ইব্রীয় পত্রের লেখক এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, *"ঈশ্বর যখন অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন মহত্তর কোনও ব্যক্তির নামে শপথ করতে না পারাতে নিজেরই নামে শপথ করলেন, . . . মনুষ্যেরা তো মহত্তর ব্যক্তির নাম নিয়ে শপথ করে"* (ইব্রীয় ৬.১৩-১৬)।

১৭ পদে, অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার অধিকাংশই তিনি ইতিমধ্যে আব্রাহামকে জানিয়েছিলেন। ১২.২ পদে অব্রাহামকে আহ্বাণের সময় ঈশ্বর *"অব্রাহাম থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করার কথা"* বলেছিলেন। অব্রাহাম থেকে উৎপন্ন জাতির মানুষদের সংখ্যার কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই অব্রাহামকে বলেছেন যে, *"পৃথিবীর ধূলীর ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করব; কেউ যদি পৃথিবীর ধূলি গণিতে পারে, তবে তোমার বংশও গণা যাবে"* (১৩.১৬); *"আকাশে দৃষ্টি করে যদি তারা গণিতে পার, তবে বল; . . . এইরূপ তোমার বংশ হবে"* (১৫.৫; আরও ১৬.১০; ১৮.১৮)। এখানেও সেই প্রতিজ্ঞারই পুনরুক্তি করে বলা হয়েছে, *"আকাশের তারাদের ন্যায় ও সমুদ্র তীরের বালির ন্যায় তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করব।"* এখানে অবশ্য একটি নতুন বিষয়ের কথাও বলা হয়েছে, যার কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়নি। বিষয়টি হল, *"তোমার বংশ শত্রুদের পুরদ্ধার (gate) অধিকার করবে।"* কোনও নগরের দ্বার দখল করার অর্থ সেই শহরকে দূর্বল করে দেওয়া এবং প্রধান দ্বার দখল করা মানে ঐ শহর দখল করা। অর্থাৎ, অব্রাহামের বংশধররা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। আবার ১২.৩ পদের আশীর্বাদের পুনরুক্তি করে বলা হয়েছে যে, *"তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে"* (১৮ পদ)। ১৮ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, *"কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করেছ।"* এই কথা পড়ার পর অনেকে মনে করতে পারেন যে, অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি

তার বাধ্যতার দ্বারা এই সমস্ত আশীর্বাদ অর্জন করেছিলেন। না, একথা কখনও সত্য নয়। ঈশ্বর এই অর্থে এমন কথা বলেন নি। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বা আশীর্বাদ সম্পূর্ণভাবে অনুগ্রহের বিষয়। কারণ, পাপে পতনের পর মানুষ আমরা কেউ ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবার যোগ্য নই। তাই, ঈশ্বর আমাদের প্রতি আমাদের যোগ্যতা অনুসারে ব্যবহার করেন নি। তা যদি তিনি করতেন, তাহলে আদমের পাপে পতিত হবার পর তিনি আদমের বংশধরদের অনন্ত বিচারের জন্য রেখে দিতে পারতেন, যেমন তিনি পতিত স্বর্গদূতদের প্রতি করেছেন (২ পিতর ২.৪)। কিন্তু পাপে পতিত হবার পর ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শণ করেছেন, যখন নারীর বংশধর হয়ে পরিত্রাতা যীশু খ্রীস্টের আগমণের বিষয় তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন (আদি ৩.১৫)। তাই, অব্রাহাম বা আমরা কেউই আমাদের কোনও কাজের দ্বারা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বা আশীর্বাদকে অর্জন করতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের ধার্মিকগণিত করেন, যেমন তিনি অব্রাহামকে ধার্মিকগণিত করেছিলেন। এখন, তিনি আমাদের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমরা কি তা বিশ্বাস করি? যদি তা আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা অব্রাহামের ন্যায় তাঁর বাক্যে অবধান করব। অর্থাৎ, আমরা আমাদের সৎকার্য বা বাধ্যতার দ্বারা পরিত্রাণ পাইনি; কিন্তু আমরা সৎকার্য করার জন্য বা বাধ্যতার জীবন যাপন করার জন্য পরিত্রাণ পেয়েছি (ইফিষীয় ২.৮-১০)।

এত বড় একটি ঘটনার বিবরণ শেষ করা হয়েছে খুব সহজ কথা বলে, *"পরে অব্রাহাম নিজের দাসদের কাছে ফিরে গেলেন, আর সকলে উঠে একসঙ্গে বের-শেবাতে গেলেন;এবং অব্রাহাম বের-শেবাতে বসতি করলেন"* (১৯ পদ)। এই কথা পাঠ করতে গিয়ে ৫ পদের কথা আমাদের মনে পরে, যেখানে অব্রাহাম ইস্হাককে নিয়ে পাহাড়ে উঠে যাবার সময় তার দাসদের এমন কথা বলেছিলেন, *"আমি ও যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়ে প্রণিপাত করি, পরে তোমাদের কাছে আমরা ফিরে আসব।"* অব্রাহাম বিশ্বাস করত যে, সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তিনি প্রয়োজন হলে মৃত ইস্হাককে পুনরুত্থিত করেও, ইস্হাকের বিষয় তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে সক্ষম। ঈশ্বর অব্রাহামের এই বিশ্বাসকে হতাশ করেননি;ইস্হাকের পরিবর্তে ঈশ্বর মেষকে যুগিয়েছেন। তাই, অব্রাহাম পাহাড়ে হোমবলি সম্পন্ন করে, দাসদের প্রতি তার কথা মতো, পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। ২১.৩৩ পদে বলা হয়েছিল যে, অব্রাহাম বের-শেবায় ঝাউ গাছ লাগিয়ে ঈশ্বর আরাধনা করেছিল ও সেখানে বসবাস করছিল। তাই, মোরিয়া দেশের সেই পাহাড়ে হোমবলির কাজ সম্পন্ন করে, অব্রাহাম আবার সেই বের-শেবাতেই ফিরে গেল ও বসবাস করল।

অনেক বৎসর (প্রায় ৫০ বৎসর) পেরিয়ে গেছে অব্রাহাম তার পূর্বপুরুষদের দেশ, অর্থাৎ ঊর ত্যাগ করেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার আত্মীয়দের সঙ্গে কোনও যোগাযোগের কথা বলা হয়নি। ২০-২৪ পদে, এই প্রথম তাদের কাছ থেকে অব্রাহামের কাছে সংবাদ এল। এর জন্য অবশ্যই আমরা দূরত্ব ও ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কথা চিন্তা করতে পারি। এখানে, অব্রাহামের অন্য জীবিত ভাই নাহোরের বংশধরদের নাম করা হয়েছে। নাহোর তার স্ত্রী মিল্কার মাধ্যমে ৮জন পুত্র লাভ করেছে (ঊষ, বূষ, কমূয়েল, কেষদ, হসো, পিল্দশ, যিদ্লফ ও বথূয়েল)। এদের মধ্যে বথূয়েলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যেতে বাধ্য; কারণ, তার কণ্যা রিবিকা আগামী দিনে ইস্হাকের স্ত্রী হতে চলেছে (২৪ অধ্যায়)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর তাঁর মনোনীত সন্তানদের কতখানি ভালোবাসেন ও তাদের জন্য চিন্তা করেন;তাদের তিনি জগৎ সৃষ্টির আগে থেকে জানেন ও মনোনীত করেছেন;উপযুক্ত সময়ে আহ্বাণ করেছেন;তাদের বিশ্বাস দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা ধার্মিকগণিত হয়েছে; তাদের সমস্ত প্রয়োজনও তিনি পূর্বেই দেখেছেন ও যোগান দিয়েছেন (ইফিষীয় ১.৪;রোমীয় ৮.২৯-৩০;আদি ২২)। এমন কি ইস্হাকের স্ত্রী হবার জন্য রিবিকাকেও প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাঁর সন্তান আমাদের প্রতি তাঁর এমন চিন্তা ও পরিকল্পণাকে কি আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি? আমরা যদি তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করি, তাহলে আমরা এই সত্য স্বীকার ও বিশ্বাস করতে বাধ্য।

অব্রাহাম ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেছিল। তাই, অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল। ২২ অধ্যায়ের

শুরুতে ঈশ্বর অব্রাহামকে যে আদেশ করেছিলেন, তা যদি কোনও অবিশ্বাসী শোনে, সে কখনও সেই আদেশ পালনের পরিণতি কী হতে পারে, তা কল্পণাও করতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে তাঁর অদ্বিতীয় পুত্রকে হোমবলি দিতে বলেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সেই আদেশের কোনও প্রকার ব্যাখ্যা অব্রাহামকে দেননি। কোনও অবিশ্বাসী যদি এই আদেশ শুনত, তাহলে, সে প্রথমেই যে কথা জানতে চাইত, তা হল, সে কেন এমন কাজ করবে। পাপে পতিত মানুষ আমরা সর্বদা কারণ ও ব্যাখ্যার খোঁজ করে থাকি। কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী অব্রাহাম ঈশ্বরের এই আদেশের কোনও কারণ বা ব্যাখ্যা ছাড়াই তা পালন করেছে। এ হল পরিপক্কবিশ্বাসের উদাহরণ) যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি, তখন আমরা সমস্ত পরিস্থিতিতেই তাঁর উপর আস্থা রাখি; এমন কী, যখন কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না, তখনও। তাই, আমরা যদি ঈশ্বরের কথা শুনতে চাই, তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাইবার পরিবর্তে, তাঁর নির্দেশনা জেনে তা পালন করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে, অব্রাহাম সেই ঈশ্বরকে চিনেছে, যার প্রতিটি কথায় আস্থা রাখা যায়। সেই বিশ্বাসে পরিপক্ক অব্রাহাম তাই ঈশ্বরের প্রতিটি কথার কারণ বা ব্যাখ্যা জানতে চাইনি। কিন্তু ঈশ্বরের কথানুসারে কাজ করেছে।

অব্রাহামের কাছ থেকে আমরা আরও একটি বিষয় শিখতে পারি। তা হল, ঈশ্বরের কথানুসারে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে অব্রাহাম বিশ্বাসে প্রতীক্ষাও করেছে। মহাজাতির পিতা হবার জন্য প্রতিজ্ঞাত সন্তান ইস্হাকের জন্ম, তথা প্রকৃত প্রতিজ্ঞাত সন্তান খ্রীস্টের আগমণের জন্য অব্যরাহামকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রতিক্ষা শেষে অব্রাহাম যেমন ইস্হাককে দেখেছিল, এবং খ্রীস্টকেও দেখেছিলেন (যোহন ৮.৫৬)। আবার, দেশের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার জন্যও অব্রাহামকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। জীবিত অবস্থায় অব্রাহাম কনানের সামান্য এক খণ্ড ক্ষেত্র (সারার কবরের জন্য, আদি ২৩ অধ্যায়) ছাড়া কোনও অধিকার লাভ করেনি। কারণ, প্রকৃত অর্থে, ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে দেশের প্রতীজ্ঞা করেছিলেন, তা পার্থিব কনান নয়, কিন্তু *"সেই নগর, যার স্থাপনকর্তা ও নির্মাতা ঈশ্বর"* (ইব্রীয় ১১.১০); *"অব্রাহাম প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হননি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে সাদর সম্ভাষণ করেছিলেন; এবং নিজে যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, তা স্বীকার করেছিলেন"* (ইব্রীয় ১১.১৩); *"কিন্তু এখন অব্রাহাম আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের, আকাঙক্ষা করছে। এই জন্য ঈশ্বর তার ঈশ্বর বলে আখ্যাত হতে, তার বিষয় লজ্জিত নন; কারণ তিনি তার জন্য এক নগর প্রস্তুত করেছেন"* (ইব্রীয় ১১.১৬)। অব্রাহাম বিশ্বাসে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল।

আমরা ঈশ্বরকে প্রশ্ন করি, "তুমি, কী করে অব্রাহামের একমাত্র ছেলেকে বলি দিতে বলেছিলে?" একইভাবে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও, যখন তিনি আমাদের কিছু আদেশ করেন, আমরা তাঁর কাছে তার কারণ, ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যৎ জানতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নন। অব্রাহামের কাহিনীর মাধ্যমে তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চান, আমরা যেন ব্যাখ্যার প্রতি নয়, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। প্রেরিত পৌল এই সত্য খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি এমন কথা লিখেছেন, *"হে মনুষ্য, তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করছ? নির্মিত বস্তু কি নির্মাতাকে বলতে পারে, আমাকে কেন এরূপ গড়িলে?"* (রোমীয় ৯.২০)। ঈশ্বর, তুমি আমাদের অব্রাহামের ন্যায় বিশ্বাস দাও (রোমীয় ১২.৩)! আমাদের বিশ্বাসকে তুমি দিন-প্রতিদিন পরিপক্ক কর! তোমার প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তোমার আদেশ পালন করতে আমাদের বিশ্বাস ও শক্তি দাও! তোমার প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করতে, তুমি আমাদের বিশ্বাস ও ধৈর্য দাও!